بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

দ্বীন কায়েমের সঠিক পদ্ধতি

পার্ট-৪

সীট নং-১৯

শাঈখুল হাদীস মুফতি মুহাম্মাদ জসিমুদ্দীন রাহমানী শাঈখুল হাদীস, জামিআ' ইসলামিয়া, মাহমুদিয়া, বরিশাল । খতিব- হাতেমবাগ জামে মসজিদ, ধানমন্ডি, ঢাকা । মোবাইল ঃ ০১৭১২১৪৮৪৩	তারিখঃ ১০. ০৭. ২০০৯ সময়ঃ বাদ জুমু'আ স্থানঃ হাতেমবাগ জামে মসজিদ, ধানমন্ডি । প্রতি জুমু'আর খুতবা ডাউনলোড করতে ভিজিট করুন: http://jumuarkhutba.wordpress.com

আমীরের আদেশ শুনা-মানা - السمع والطاعة

আমরা পূর্বের আলোচনায় "জামা'আহ" এর গুরুত্ব, ইমারাহ এবং তার আমীর নিয়োগ পদ্ধতি নিয়ে আলোচনা করেছি। আজকে আমরা আলোচনা করবো আমীরের আনুগত্য শুনা-মানা নিয়ে ইনশাআল্লাহ্ । এ প্রসঙ্গে ইসলামের নির্দেশ হচ্ছে যতক্ষন পর্যন্ত আমীর কুরআন এবং সুন্নাহ মুতাবিক মানুষদের পরিচালনা করে ততক্ষন পর্যন্ত তার নির্দেশ শুনা ও মানা ফরয। এ প্রসঙ্গে কুরআন এবং হাদীস থেকে দলিল পেশ করা হলোঃ

প্রথম দলিল- সূরা নিসা- ৫৯ নং আয়াতঃ

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

"হে ঈমানদারগণ! তোমরা আনুগত্য করো আল্লাহ্‌র, আনুগত্য করো রাসূলের (সঃ) এবং তোমাদের মধ্যে যারা 'উলুল আম্‌র' তাদের ।" (সূরা আন নিসা, ৪ঃ৫৯)

‘উলুল আম্‌র’ বলা হয় তাদের- যাদের হাতে কোন বিষয়ের ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব অর্পিত থাকে। হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) সহ অনেক সাহাবাদের অভিমত হচ্ছে ‘উলুল আম্‌র’ হচ্ছেন শাসকবর্গ, যারা সরকার পরিচালনা করার দায়িত্বে নিয়োজিত।

এ কারণেই হয়তো আমাদের দেশের এক শ্রেণীর সরকারী আলিম, তাগুতের পা চাটা গোলাম, কুরআন-সুন্নাহর সঠিক ইলম থেকে যারা মিসকীন- তাদের বলতে শুনা যায়, “দেশের আইন মানা ফরয, শাসকবর্গের আনুগত্য করা কুরআনের নির্দেশ” ইত্যাদি। আবার কেউ কেউ আরো এক ধাপ এগিয়ে বলেন, ইয়াজিদ, হাজ্জাজ বিন ইউসুফের মত ঐতিহাসিক যালিমগণ যদি খলিফা হতে পারেন এবং তাদের আনুগত্য করতে হয় তাহলে আমাদের শাসকগণ কি তাদের চেয়ে খারাপ? তাদের চেয়ে বড় যালিম? এভাবে তারা মানুষকে বিভ্রান্ত করে।

অথচ তারা লক্ষ্য করে না যে, এখানে শুরুতে اطيعوا الله এর মধ্যে “আতিউ” শব্দ আছে। আবার اطيعوا الرسول এর শুরুতেও “আতিউ” শব্দ আছে; কিন্তু ‘উলুল আম্‌র’ এর পূর্বে কোন “আতিউ” শব্দ নেই। কারণ ‘ফলুল আম্‌র’ এর আনুগত্য তুক্ষণ পর্যন্ত করা যাবে যতক্ষণ পর্যন্ত তারা আল্লাহ্‌ এবং তাঁর রাসূলের আনুগত্যের অধীনে থাকে। অর্থাৎ তাদের শাসন ব্যবস্থা যদি কুরআন-সুন্নাহ ভিত্তিক হয়। এক কথায় ‘খিলাফাত আলা মিনহাজ আন্‌ নবুআহ্‌’ ভিত্তি রাষ্ট হলে, তাহলেই কেবল ঐ রাষ্ট্রের শাসকদের ‘ফলুল আম্‌র’ বলা হবে এবং তাদের আনুগত্য করা ফরয হবে। অন্যথায় ‘ফলুল আম্‌র’ নয় বরং তারা হবে ‘ফলুল খাম্‌র’ (মদের হিফাযতকারী), তাদের আনুগত্য করা যাবেনা।

এই নীতির আলোকেই ইয়াজিদ/হাজ্জাজ বিন ইফসুফ জালিম হলেও তারা ‘ফলুল আম্‌র’ ছিল। আর আমাদের বর্তমান শাসকগণ যালিম যদি না-ও হয় তবুও যেহেতু তারা জাতীয়তাবাদ, গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র এবং ধর্ম নিরপেক্ষবাদ সংবিধানের অধীনে রাষ্ট্র পরিচালনা করেন, সেহেতু তারা ‘ফলুল খাম্‌র’।

এ আয়াতটি ইসলামের সমগ্র ধর্মীয়, সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবনের বুনিয়াদ। এটি এশটি ইসলামী রাষ্ট্রের শাসনতন্ত্রের এক নম্বর ধারা। এখানে নিম্নলিখিত মূলনীতিগুলো স্থায়ীভাবে প্রতিষ্ঠিত করে দেয়া হয়েছে।

প্রথম মূলনীতিঃ ইসলামী জীবন ব্যবস্থার প্রথম ও মূলভিত্তি

ইসলামী জীবন ব্যবস্থায় প্রকৃত আনুগত্য লাভের অধিকারী হচ্ছেন আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা। একজন মুসলমানের সর্বপ্রথম পরিচয় হচ্ছে সে আল্লাহ্র বান্দা। এরপর সে অন্যকিছু। মুসলমানের ব্যক্তিগত জীবন এবং মুসলমানের সমাজ ব্যবস্থা উভয়ের কেন্দ্র এবং লক্ষ্য হচ্ছে আল্লাহ্র আনুগত্য করা ও বিশ্বস্তার সাথে তাঁর নির্দেশ মেনে চলা। ইরশাদ হচ্ছেঃ

قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

" আপনি বলুন: আমার সালাত, আমার যাবতীয় ইবাদত, আমার জীবন ও আমার মরণ সারা জাহানের রব আল্লাহ্রই জন্য।" (সূরা আল আন্আম, ৬ঃ১৬২)

অন্যান্য আনুগত্য ও অনুসৃতি কেবলমাত্র তখনই গৃহীত হবে যখন তা আল্লাহ্র আনুগত্য ও অনুসৃতির বিপরীত হবেনা। বরং তাঁর অধীন ও অনুকুল হবে। অন্যথায় এই আসল ও মৌলিক আনুগত্য বিরোধী প্রতিটি আনুগত্যের শৃংখলকে ভেঙ্গে দূরে নিক্ষেপ করা হবে। একথাটিই রাসূল (সঃ) ইরশাদ করেছেনঃ

لا طاعة لمخاوق في معصية الخالق

"স্রষ্টার নাফরমানী করে, সৃষ্টির আনুগত্য করা যাবে না।"

দ্বিতীয় মূলনীতিঃ ইসলামী জীবন ব্যবস্থার দ্বিতীয় ভিত্তি

ইসলামী জীবন ব্যবস্থার দ্বিতীয় ভিত্তি হচ্ছে রাসূলের (সঃ) আনুগত্য। এটি কোন স্বতন্ত্র ও স্বয়ংসম্পূর্ণ আনুগত্য নয়। বরং আল্লাহ্র আনুগত্যের এটিই একমাত্র বাস্তব ও কার্যকর পদ্ধতি। রাসূলের (সঃ) আনুগত্য এজন্য করতে হবে যে, আল্লাহ্র বিধান ও নির্দেশ আমাদের নিকট পৌছানোর তিনিই একমাত্র বিশ্বস্ত ও নির্ভরযোগ্য মাধ্যম। আমরা কেবলমাত্র রাসূলের (সঃ) আনুগত্য করার পথেই আল্লাহ্র আনুগত্য করতে পারি। আর ল আনুগত্য হতে মুখ ফিরিয়ে নেয়া আল্লাহ্র বিরুদ্ধে বিদ্রোহের নামান্তর। এ ব্যাপারে রাসূল (সঃ) ইরশাদ করেছেনঃ

عن ابى هريرة (رض) عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال من اطاع الله ومن عصانى فقد عصى الله ومن اطاع اميرى فقد اطاعنى ومن عصى اميرى فقد عصانى.

হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) রাসূল (সঃ) থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, "যে ব্যক্তি আমার আনুগত্য করলো, সে আল্লাহ্‌র আনুগত্য করলো। আর যে ব্যক্তি আমাকে অমান্য করলো, সে আল্লাহ্‌কেই অমান্য করলো। যে ব্যক্তি আমার আমীরের আনুগত্য করলো, যে ব্যক্তি আমারই আনুগত্য করলো। আর যে ব্যক্তি আমার আমীরের অবাধ্য হলো সে আমারই অবাধ্য হলো।" (ইবনে কাছীর)

তৃতীয় মূলনীতিঃ উলুল আম্‌র এর আনুগত্যের মাপকাঠি

উপরোল্লিখিত দুটি আনুগত্যের পর তাদের অধীনে তৃতীয় আরেকটি আনুগত্য ইসলামী জীবন ব্যবস্থার আওতাধীনে মুসলিমদের উপর ওয়াজিব। সেটি হচ্ছে 'উলুল আম্‌র' তথা দায়িত্ব ও ক্ষমতার অধিকারীদের আনুগত্য। তারা মুসলিমদের মানসিক, বুদ্ধি ভিত্তিক ও চিন্তাগত ক্ষেত্রে নেতৃত্ব দানকী উলামায় কিরাম বা রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ হতে পারেন। আবার দেশের শাসনকার্য পরিচালনাকারী প্রশাসকবৃন্দ হতে পারেন। অথবা আদালতে রায় প্রদানকারী বিচারপতি বা তামাদ্দুনিক ও সামাজিক বিষয়ে গোত্র, মহল্লা ও জনবসতির নেতৃত্ব দানকারী শেখ, সরদার, প্রধানও হতে পারেন। মোটকথা যে ব্যক্তি যেকোন পর্যায়েই মুসলমানদের নেতৃত্ব দানকারী হবেন, তিনি অবশ্যই আনুগত্য লাভের অধিকারী হবেন। তার সাথে বিরোধ সৃষ্টি করে মুসলমানদের সামাজিক জীবনে বাধা-বিপত্তি ও বিশৃংখলা সৃষ্টি করা যাবেনা। তবে এক্ষেত্রে শর্ত হচ্ছে,

(ক) তাকে মুসলিম "থামা'আহ" এর অন্তর্ভূক্ত হতে হবে।

(খ) আল্লাহ্‌ ও রাসূলের (সঃ) অনুগত হতে হবে।

এই শর্ত দুটি হচ্ছে অপরিহার্য ও বাধ্যতামূলক। কেবলমাত্র উল্লেখিত আয়াতের মধ্যভাগে এ সুস্পষ্ট শর্তটি সংশ্লিষ্ট হয়নি, বরং হাদীসেও রাসূল (সঃ) দ্ব্যর্থহীনভাবে এটি বর্ণনা করেছেন। কয়েকটি হাদীস নিম্নে পেশ করা হলোঃ

عن عبد الله بن عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال السمع والطاعة على المرء المسلم في ماحب وكره مالم يومر بمعصية فاذا أمر بمعصية فلاسمع ولاطاعة. بخارى و مسلم.

আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রাঃ) রাসূল (সঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন, “দায়িত্বশীলদের কথা শুনা ও মানা প্রত্যেক মুসলিম ব্যক্তির অবশ্য কর্তব্য। চাই তা তার মনঃপূত হোক আর না হোক, যতক্ষণ না সে আল্লাহ্‌র নাফরমানী কাজের নির্দেশ দেয়। যদি নাফরমানী কাজের নির্দেশ দেয়, তাহলে সেখানে আনুগত্য করা যাবেনা।” (বুখারী, মুসলিম, আবু দাউদ)

হযরত আলী (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ “একদা আল্লাহ্‌র রাসূল (সঃ) একজন আনসারীর নেতৃত্বে একটি ক্ষুদ্র সৈন্যদল প্রেরণ করেন। পথিমধ্যে কোন এক ব্যাপারে আনসারীর মনে দুঃখ আসে। তখন তিনি বললেনঃ রাসূল (সঃ) কি আমার আনুগত্য করতে তোমাদেরকে বলেনি? তারা বললেনঃ ‘হাঁ’ বলেছেন। তখন তিনি লাকড়ী আনিয়ে আগুনের কুণ্ডলী প্রস্তুত করলেন। অতঃপর বললেন, আমার নির্দেশ হচ্ছে, তোমরা এই আগুনে ঝাঁপ দিবে। তাদের থেকে এক যুবক বলে উঠলোঃ আগুন থেকে বাঁচার জন্য তোমরা রাসূলে (সঃ) ছত্রছায়ায় এসেছো, অতএব রাসূলের (সঃ) সাথে সাক্ষাতের পূর্বে এরকম কাজে হাত দিবে না। অতঃপর রাসূলের (সঃ) দরবারে ফিরে এসে তারা তাকে সকল ঘঁনা বর্ণনা করলেন। তখন আল্লাহ্‌র রাসূল (সঃ) বললেনঃ “যদি তোমরা ঝাঁপ দিতে, কখনো আর বের হতে পারতে না।”

لا طاعة في معصية انما الطاعة في المعروف.

“আল্লাহ্ ও রাসূলের (সঃ) নাফরমানীর ক্ষেত্রে কোন আনুগত্য নেই, আনুগত্য করতে হবে কেবলমাত্র ‘মারুফ’ বা বৈধ ও সৎকাজে।” (বুখারী ও মুসলিম)

عن ام سلمة (رض) ان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال ستكون امراء فتعرفون
وتنكون فمن عرف برئ ومن انكر سلم. ولكن من رضى وتابع. قالوا يا رسول الله افلا
نقاتلهم؟ قال لا ماصلوا. مسلم.

নবী (সঃ) বলছেন, “তোমাদের ওপর এমন সব লোকও শাসন কর্তৃত্ব চালাবে যাদের অনেক কথাকে তোমরা ‘মারুফ’ (বৈধ) ও অনেক কথাকে ‘মুনকার’ (অবৈধ) পাবে। এক্ষেত্রে যে ব্যক্তি তাদের মুনকারের বিরুদ্ধে অসন্তুষ্টি প্রকাশ করেছে, সে দায়মুক্ত হয়ে গেছে। আর যে ব্যক্তি তা অপছন্দ করেছে, সেও বেঁচে গেছে। কিন্তু যে ব্যক্তি তাতে সন্তুষ্ট হয়েছে এবং তার অনুসরণ করেছে সে পাকড়াও হবে।” সাহাবাগণ জিজ্ঞেস করলেন,“তাহলে এধরনের শাসকদের শাসনামলে কি আমরা তাদের সাথে যুদ্ধ করবো না? ইবী (সঃ) জবাব দেন, “না, যতদিন তারা সালাত পড়তে থাকবে (ততদিন তাদের সাথে যুদ্ধ করতে পারবে না।” (মুসলিম)

অর্থাৎ সালাত পরিত্যাগ করা এমন এশটি আলামত হিসেবে বিবেচিত হবে, যা থেকে সুস্পষ্টভাবে জানা যাবে যে, তারা আল্লাহ্ ও রাসূলের (সঃ) আনুগত্য থেকে বের হয়ে গেছে। এ অবস্থায় তাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করা ন্যায়সঙ্গত হবে। নবী (সঃ) বলেনঃ

عن عوف بن مالك الاشجعى قال رسول الله (ص) يقول شرار انمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم قلنا يا رسول الله افلا ننابذهم عند ذلك؟ قال لا, ما اقموا فيكم الصلوة, لا ماااقاموا فيكم الصلوة. مسلم.

"তোমাদের নিকৃষ্টতম সরদার হচ্ছে তারা যারা তোমাদেরকে ঘৃণা করে এবং তোমরা তাদেরকে ঘৃণা করো, তোমরা তাদের প্রতি লা'নত বর্ষণ করতে থাকো এবং তারাও তোমাদের প্রতি। সাহাবাগণ আরয করেন, হে আল্লাহ্র রাসূল (সঃ)! যখন এ অবস্থার সৃষ্টি হয়, তখন কি আমরা তাদের মোকাবেলা করার জন্য মাথা তুলে দাঁড়াবো না? তিনি জবাব দেনঃ না, যতদিনি তারা তোমাদের মধ্যে সালাত কায়িম করতে থাকবে।" (মুসলিম)

এই হাদীসটি ওপরে বর্ণিত শর্তটিকে আরো সুস্পষ্ট করে তুলেছে। ওপরের হাদীসটি থেকে ধারণা হওয়া স্বাভাবিক ছিল যে, যতদিন তারা ব্যক্তিগত জীবনে সালাত পড়তে থাকবে ততদিন তাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা যাবে না। কিন্তু এই হাদীসটি থেকে জানা যায় যে, সালাত পড়া মানে আসলে মুসলমানদের সমাজ জীবনে সালাতের ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা। অর্থাৎ, কেবলমাত্র তাদের নিজেদের নিয়মিতভাবে সালাত পড়াটাই যথেষ্ট হবে না বরং এই সাথে তাদের আওতাধীন যে রাষ্ট্র ব্যবস্থা পরিচালিত হচ্ছে সেখানেও কমপক্ষে 'ইকামতে সালাত' তথা সালাত প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থাপনা থাকা জরুরী বিবেচিত হবে। তাদের রাষ্ট্র ব্যবস্থা তার আসল প্রকৃতির দিক দিয়ে যে একটি ইসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থা হবে এটি তারই এশটি আলামত। অন্যথায় যদি এতটুকুও না হয়, তাহলে এর অর্থ হবে যে, তারা ইসলামী শাসন ব্যবস্থা থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে।

وكتب عمر بن الخطاب إلى عماله ان اهم الامور عندي الصلوة فمن ضيعها فهو لما سواه اضيع. بخارى.

হযরত উমর ইবনে খাত্তাব (রাঃ) খিলাফাতের মসনদে বসে, রাষ্ট্রের সকল কর্মকর্তা-কর্মচারীদের প্রতি ফরমান জারি করলেন যে, আমার কাছে সকল কাজের মধ্যে সালাত হচ্ছে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ। সুতরাং যে ব্যক্তি সালাতকে বিনষ্ট করবে সে ব্যক্তি রাষ্ট্রের অন্যান্য কাজগুলোকে আরও বেশি নষ্ট করবে বলেই ধরে নেয়া হবে। (বুখারী)

এক্ষেত্রে তাদের শাসন ব্যবস্থাকে উল্টে ফেলার জন্য প্রচেষ্টা ও সংগ্রাম চালানো মুসলমানদের জন্য বৈধ হবে যাবে। এ কথাটিকেই অন্য একটি হাদীসে এভাবে বর্ণনা করা হয়েছেঃ নবী (সঃ) আমাদের থেকে অন্যান্য আরো বিভিন্ন বিষয়ের সাথে এ ব্যাপারেও অঙ্গীকার নিয়েছেনঃ

عن عبادة بن الصامت قال بايعنا رسول الله (ص) على ان لا ننازع الامر اهله الا ان واكفرا بواحا عندكم من الله برهان. بخارى و مسلم.

"আমরা এই মর্মে আল্লাহ্‌র রাসূলের (সঃ) কাছে বাইয়াত গ্রহণ করলাম, আমাদের সরদার ও শাসকদের সাথে ঝগড়া করবো না, তবে যখন আমরা তাদের কাজে প্রকাশ্য কুফরী দেখতে পাবো, যার ভিত্তিতে তাদের বিরুদ্ধে আল্লাহ্‌র কাছে পেশ করার জন্য আমাদের কাছে প্রমাণ থাকবে।" (বুখারী ও মুসলিম)

ইসলামী জীবন ব্যবস্থায় আল্লাহ্‌র হুকুম ও রাসূলের (সঃ) সুন্নাত হচ্ছে মৌলিক আইন ও চুড়ান্ত সনদ। মুসলমানদের মধ্যে অথবা মুসলিম সরকার ও প্রজাদের মধ্যে কোন বিষয়ে বিরোধ দেখা দিলে তার মীমাংসার জন্য কুরআন ও সুন্নাতের দিকে ফিরে আসতে হবে। কুরআন ও সুন্নাত এ ব্যাপারে যে ফায়সালা দিবে তার সামনে মাথা নত করে দিতে হবে। এভাবে জীবনের সকল ব্যাপারে কুরআন ও সুন্নাহকে সনদ, চুড়ান্ত ফায়সালা ও শেষকথা হিসেবে মেনে নেয়ার বিষয়টিকে ইসলামী জীবন ব্যবস্থার এমন একটি বৈশিষ্ট্য, যা তাকে কুফরী জীবন ব্যবস্থা থেকে সম্পূর্ণ আলাদা করে দেয়। যে ব্যবস্থায় এ জিনিসটি অনুপস্থিত থাকে সেটি আসলে একটি অনৈসলামিক ব্যবস্থা।

এ প্রসঙ্গে কেউ কেউ সংশয় প্রকাশ করে বলে থাকেন যে, জীবনের যাবতীয় বিষয়ের ফয়সালার জন্য কুরআন ও সুন্নাতের দিকে ফিরে যাওয়া কিভাবে সম্ভব হতে পারে? কারণ মিউনিসিপ্যালিটি, রেলওয়ে, ডাকঘর ইত্যাদি অসংখ্য বিষয় সম্পর্কিত কোন নিয়ম-কানুনের উল্লেখ সেখানে নেই। কিন্তু এ সংশয়টি আসলে দ্বীনের মূলনীতি সঠিকভাবে অনুধাবন না করার কারণে সৃষ্টি হয়েছে। একজন মুসলমানকে একজন কাফির থেকে যে বিষয়টি আলাদা ও বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত করে সেটি হচ্ছে, কাফির অবাধ স্বাধীনতার দাবীদার। আর মুসলমান মূলত: আল্লাহ্‌র বান্দা ও দাস হবার পর তার রব মহান সর্বশক্তিমান আল্লাহ্‌ তাকে যতটুকু স্বাধীনতা দান করেছেন শুধুমাত্র ততটুকু স্বাধীনতা ভোগ করে। কাফির তার নিজের তৈরি মূলনীতি ও বিধানের ক্ষেত্রে কোন ঐশী সমর্থন ও স্বীকৃতির প্রয়োজন আছে বলে সে মনে করে না এবং নিজেকে সে এর মুখাপেক্ষীও ভাবে না। বিপরীত পক্ষে মুসলমান তার প্রতিটি ব্যাপারে সর্বপ্রথম আল্লাহ্‌ ও তাঁর নবীর (সঃ) দিকে ফিরে যায়। সেখান থেকে

কোন নির্দেশ পেলে সে তার অনুসরণ করে। আর কোন নির্দেশ না পেলে শুধুমাত্র এ অবস্থাতেই সে স্বাধীনভাবে পদক্ষেপ গ্রহণ করার সুযোগ লাভ করে। এক্ষেত্রে তার এই কর্মের স্বাধীনতার মূলভিত্তি একথার উপরই স্থাপিত হয় যে, এই ব্যাপারে শরীআত রচয়িতার পক্ষ থেকে কোন বিধান নদা দেয়াই একথা প্রমাণ করে যে, তিনি এক্ষেত্রে কর্মের স্বাধীনতা প্রদান করেছেন।

চলবে........